সমকাল

তারিখ · 12 MAR 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

জাহাঙ্গীর কবির আহাম্মদ

সিলেটে মাউশির উপপরিচালকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

■ চয়ন চৌধুরী, *সিলেট ব্যুরো*

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের সিলেট অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক জাহাঙ্গীর কবির আহাম্মদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়মের নানা অভিযোগ উঠেছে। সাত বছর আগে তিনি সিলেটে আসেন নগরীর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই মাউশির উপপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পান। পরে হন ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক। দুই ধাপ ওপরের পদে দায়িত্ব পেয়ে আর্থিক অনিয়ম, বদলি বাণিজ্য, সাধারণ শিক্ষকদের হয়রানি, জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের বেশি সুবিধা দেওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের তদন্তে দু'দফা নির্দেশ দেওয়া হলেও রহস্যজনক কারণে তদন্ত হয়নি।

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির (বাসমাশিস) কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দিন সরকার সমকালকে বলেন, জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। তিনি একটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নানা অপকর্ম করছেন। কোনো শিক্ষক কিছু বললে বদলিসহ নানাভাবে হয়রানি করেন বা হুমকি দেন। আর এসব করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়লে 'উপর মহলের' ওপর দায় চাপিয়ে দেন। এমনকি শিক্ষামন্ত্রীর নামও ব্যবহার করেন তিনি। ছাত্রজীবনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন শিক্ষকদের শহরের ভালো স্কুলে রেখে প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকদের মফস্বলে পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বছরখানেক আগে সিলেটের সরকারি একটি কলেজের অধ্যক্ষের নেতৃত্বে এসব অভিযোগ তদন্ত হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠনের কথা শোনা গেলেও কাজ শুরুর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বাসমাশিসের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ইনসান আলী বলেন, চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে জাহাঙ্গীর কবিরের ভালো সম্পর্ক ছিল। এখন বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর জেলায় থেকেই তিনি নানা অনিয়ম-দুর্নীতি করছেন। প্রায় সাত বছর আগে নিজের জেলা ময়মনসিংহে নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ায় শিক্ষক জাহাঙ্গীর কবিরকে সিলেটে বদলি করা হয়েছিল। সিলেটে তিনি কয়েকজন সুবিধাভোগীকে সঙ্গে নিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের হয়রানি করছেন। বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক সমিতির সিলেট জেলার সদস্য সচিব আবদুল মালিক রাজু বলেন, জাহাঙ্গীর কবির একটি সিন্ডিকেট গড়ে বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিওভুক্তিসহ নানা ক্ষেত্রে হয়রানি করেন। গত ২৩ অক্টোবর বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করা হয়। এর পর একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও রহস্যজনক কারণে তদন্ত শুরু হয়নি। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাধিক সহকারী শিক্ষকও জাহাঙ্গীর কবিরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন। সিলেট নগরী ও বিভাগের অন্য তিন জেলা সদরের বিদ্যালয়গুলোতে নানা কৌশলে জামায়াত-বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের রেখে অন্যদের মফস্বলে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। মৌলভীবাজার সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষককে সিলেটের কানাইঘাটে বদলির দুই মাসের মধ্যে আগের বিদ্যালয়ে ফেরত আনা হয়। ওই শিক্ষক সিলেট নগরীর এমসি কলেজে পড়াশোনার সময় শিবিরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির গত নির্বাচনে জাহাঙ্গীর কবির বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের মদদ দেন বলেও অভিযোগ করেন অনেকে।

বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক সমিতির সিলেট বিভাগের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

সিলেটে মাউশির

[১২ পৃষ্ঠার পর]

সমন্বয়ক রমজান আলী সমকালকে বলেন, মাউশির ভারপ্রাপ্ত ডিডি হিসেবে জাহাঙ্গীর কবির ন্যক্কারজনক কাজ করছেন।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে জাহাঙ্গীর কবির বলেন, এমপিওভুক্তি নিয়ে সমস্যার বিষয়টি অনেক আগের। অনলাইনে এমপিওভুক্তির শুরুতে অনেকের বিষয়টি বুঝতে ভুল হয়েছিল। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি বাণিজ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিলেটে বিদ্যালয়ে ২৬ শতাংশ পদ শূন্য। তাই এখানে বদলি এমনিতেই কম হয়। সুবিধা না পেয়ে কতিপয় শিক্ষক তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি। 'উপর মহলের' নাম ভাঙানোর অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি করলে তো শিক্ষামন্ত্রীর এলাকায় থাকতে পারতেন না।

শিগগিরই চালু হচ্ছে মগবাজার

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

শেষ হয়েছে, সেখানেও সুপার স্ট্রাকচারের (উপরিভাগের) কাজ এখনও শুরু হয়নি। রাজারবাগ অংশে সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণকাজ চলছে। তবে কোথাও এখনও উপরিভাগের গার্ডার বসানোর কাজ শুরু হয়নি। রামপুরায় অল্প কয়েকটি পিলারের ওপর গার্ডার বসলেও ফ্লাইওভারের ওপর সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি।

মৌচাক মোড়ে (প্যাকেজ-৬) চলছে সবে পাইলিংয়ের কাজ। কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে প্রকল্পের ঠিকাদার তমা গ্রুপের সিদ্ধেশ্বরীর সাইট অফিসে যোগাযোগ করা হলে একজন জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী জানান, মৌচাক মোড়ে চারটি পিলারের জন্য ১৬টি পাইলিং করতে হবে। এ কাজ শুরু হয়েছে। রামপুরা-শান্তিনগর অংশে ৪০টি পাইলিংয়ের কাজ এখনও শুরু হয়নি। প্যাকেজ-৬-এর কাজ শেষে এ কাজ শুরু হবে।

প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৭ সাল জুন পর্যন্ত হলেও আগামী জুন মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা বাংলামটর-মৌচাক অংশের কাজ। তমা গ্রুপের প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী তুহিন বিন আজম জানান, প্যাকেজ-৫-এ কাজ হয়েছে ৪৫ শতাংশ। প্যাকেজ-৬-এ শেষ হয়েছে ৭৫ শতাংশ। তিনি দাবি করেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সব কাজ শেষ হবে। তিন বছরে ৪৫ শতাংশ কাজ হয়েছে। বাকি ৯ মাসে ৫৫ ভাগ শেষ হবে? এ প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আমরা আশবাদী।' তবে জুনের মধ্যে প্যাকেজ-৬-এর কাজ শেষ করা সম্ভব নয় বলে জানান প্রকল্প ব্যবস্থাপক। তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরের আগে শেষ হবে না বাংলামটর-মৌচাক অংশের কাজ।

৯ মাসে ৫৫ ভাগ কাজ শেষ করা সম্ভব কি-না? জানতে চাইলে নাজমুল আলম বলেন, 'কাজ শেষ করার দায়িত্ব ঠিকাদারের। তারা কীভাবে শেষ করবে, সেটা তাদের ব্যাপার।'